بسم الله الرحمن الرحيم

প্রকাশকের নিবেদন

আশরাফুল মাখলূক্বাত মানবজাতির কল্যাণে প্রেরিত বিধান সমূহ প্রচার ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে আদম (আঃ) থেকে মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত যুগে যুগে যে অসংখ্য নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন, তাঁদের মধ্য থেকে মাত্র পঁচিশজন নবীর নাম আল্লাহ পবিত্র কুরআনে গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করেছেন এবং সত্যের পথে তাঁদের দৃঢ়চিত্ত সংগ্রামের হৃদয়গ্রাহী কাহিনী বর্ণনা করে মানবতার সামনে সত্য, ন্যায় ও সুন্দরের অনুপম মানদণ্ড উপস্থাপন করেছেন। এসব কাহিনী কেবল চিত্তবিনোদনের খোরাক নয়, বরং এক অবিরাম বিচ্ছুরিত আলোকধারা, যার প্রতিটি কণায় বিকশিত হয় মানবতার সর্বোচ্চ নমুনা। নবী ও রাসূলগণের জীবনালেখ্য জানা ও তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হ'লেও সত্য যে, বাংলাভাষায় এ সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস খুবই দুর্লভ। তাই বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করে মাননীয় লেখক **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বগুড়া যেলা কারাগারে অবস্থানকালে পবিত্র কুরআনের তাফসীর ও মিশকাতুল মাছাবীহের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা রচনার ফাঁকে ফাঁকে এই মূল্যবান পাণ্ডুলিপিটি সমাপ্ত করেন। মুহতারাম লেখক এই ইতিহাস রচনায় কেবল বিশুদ্ধ সূত্রগুলির উপর নির্ভর করেছেন এবং যাবতীয় ইস্রাঈলী বর্ণনা ও সমাজে প্রচলিত নানা উপকথা ও ভিত্তিহীন কেচ্ছা-কাহিনী থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত থাকার চেষ্টা করেছেন। তাঁর সবচেয়ে মূল্যবান সংযোজন হ'ল আম্বিয়ায়ে কেরামের জীবনী থেকে বর্তমান বিশ্বের প্রেক্ষাপটে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ পাঠকের সামনে তুলে ধরা। মার্চ'১০-য়ে ১৩ জন নবীর জীবনী নিয়ে ১ম খণ্ডের '১ম সংস্করণ' এবং অক্টোবর'১০-য়ে '২য় সংস্করণ' বের হবার পর বাকী ১১ জন নবীর জীবনী নিয়ে ২য় খণ্ড প্রকাশিত হ'ল। শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জীবনী নিয়ে ৩য় খণ্ড সত্বর বের হবে ইনশাআল্লাহ।

আমরা দৃঢ় আশাবাদী যে, এর মাধ্যমে পাঠকসমাজ মানবজাতির প্রাচীন ইতিহাসের পাদপীঠে নিজেদেরকে নতুনভাবে মূল্যায়ন করতে সক্ষম হবেন এবং নবীগণের উন্নত জীবনকে উত্তম আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করার প্রেরণা লাভ করবেন।

পরিশেষে সুলিখিত এ গ্রন্থটির বিজ্ঞ রচয়িতার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এবং প্রকাশনার সাথে জড়িত সকলকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সকলকে ইহকালে ও পরকালে উত্তম জাযা দান করুন- আমীন!!

-প্রকাশক

Contents

সূচীপত্র

(المحتويات)

বিষয়	পৃষ্ঠা
১৪-১৫. হযরত মূসা ও হারূণ *(আলাইহিমাস সালাম)*	০৯
ফেরাঊনের পরিচয়	১০
বনু ইস্রাঈলের পূর্ব ইতিহাস	১২
মূসা (আঃ)-এর পরিচয়	১৩
মূসা ও ফেরাঊনের কাহিনী	১৫
মূসা নদীতে নিক্ষিপ্ত হ'লেন	১৭
যৌবনে মূসা	১৯
মূসা খুনী হ'লেন	২০
মূসার পরীক্ষা সমূহ	২১
নবুঅত-পূর্ব ১ম পরীক্ষা : হত্যা থেকে বেঁচে যাওয়া	২১
২য় পরীক্ষা : মাদিয়ানে হিজরত	২২
মাদিয়ানের জীবন : বিবাহ ও সংসার পালন	২২
৩য় পরীক্ষা: মিসর অভিমুখে যাত্রা ও পথিমধ্যে নবুঅত লাভ	২৪
নয়টি নিদর্শন	২৭
সিনাই হ'তে মিসর	২৮
মূসার পাঁচটি দো'আ	৩০
মূসা হ'লেন কালীমুল্লাহ	৩৩
মূসা (আঃ)-এর মিসরে প্রত্যাবর্তন	৩৪
ফেরাঊনের নিকটে মূসা (আঃ)-এর দাওয়াত	৩৪
দাওয়াতের সার-সংক্ষেপ	৩৬
দাওয়াতের ফলশ্রুতি	৩৬
মু'জেযা ও জাদু	৩৮
মূসার দাওয়াতের পর ফেরাঊনী অবস্থান	৩৯
ফেরাঊনের জবাবের সার-সংক্ষেপ	৪০
নবুঅত-পরবর্তী ১ম পরীক্ষা : জাদুকরদের মুকাবিলা	৪১
ফেরাঊনের ছয়টি কুটচাল	৪৪
ফেরাঊনী কুটনীতির বিজয় ও জনগণের সমর্থন লাভ	৪৫

Contents

জাদুকরদের সত্য গ্রহণ	৪৫
জাদুরকদের পরিণতি	৪৭
জনগণের প্রতিক্রিয়া	৪৭
ফেরাঊনের স্ত্রীর প্রতিক্রিয়া	৪৮
কুরআনে বর্ণিত চারজন নারীর দৃষ্টান্ত	৪৯
নবুঅত-পরবর্তী ২য় পরীক্ষা: বনু ইস্রাঈলদের উপরে আপতিত ফেরাঊনী যুলুম সমূহ	৪৯
১ম যুলুম: বনু ঈস্রাঈলের নবজাতক পুত্র সন্তানদের হত্যার নির্দেশ জারি	৫০
২য় যুলুমঃ ইবাদতগৃহ সমূহ ধ্বংস করা	৫২
ফেরাঊনের বিরুদ্ধে মূসার বদ দো'আ	৫৩
ফেরাঊনী আচরণ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ	৫৪
ফেরাঊনী সম্প্রদায়ের উপরে আপতিত গযব সমূহ এবং মূসা (আঃ)-এর মু'জেযা সমূহ	৫৬
১ম নিদর্শন : দুর্ভিক্ষ	৫৭
২য় নিদর্শন : তূফান	৫৯
৩য় নিদর্শন : পঙ্গপাল	৬০
৪র্থ নিদর্শন : উকুন	৬০
৫ম নিদর্শন : ব্যাঙ	৬১
৬ষ্ঠ নিদর্শন : রক্ত	৬১
৭ম নিদর্শন : প্লেগ	৬২
৮ম নিদর্শন : সাগর ডুবি	৬৩
নবুঅত-পরবর্তী ৩য় পরীক্ষা ও নাজাত লাভ	৬৪
আশূরার ছিয়াম	৬৬
বনু ইস্রাঈলের পরবর্তী গন্তব্য	৬৭
বনু ইস্রাঈলের অবাধ্যতা ও তাদের উপরে আপতিত পরীক্ষা সমূহের বিবরণ	৭১
(১) মূর্তি পূজার আবদার	৭১
তওরাত লাভ	৭২
(২) গো-বৎস পূজা	৭৪
গো-বৎস পূজার শাস্তি	৭৭

Contents

তূর পাহাড় তুলে ধরা হ'ল	৭৭
সামেরীর কৈফিয়ত	৭৮
সামেরী ও তার শাস্তি	৭৯
(৩) আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখার যিদ ও তার পরিণতি	৮০
(৪) বায়তুল মুক্বাদ্দাস অভিযানের নির্দেশ	৮১
পবিত্র ভূমির পরিচিতি	৮২
নবুঅত-পরবর্তী ৪র্থ পরীক্ষা : বায়তুল মুক্বাদ্দাস অভিযান	৮৪
মিসর থেকে হিজরতের কারণ	৮৭
শিক্ষণীয় বিষয়	৮৭
বাল'আম বা'ঊরার ঘটনা	৮৭
তীহ্ প্রান্তরে ৪০ বছরের বন্দীত্ব বরণ	৮৯
তীহ্ প্রান্তরের ঘটনাবলী	৯০
শিক্ষণীয় বিষয়	৯৫
তওরাতের শব্দগত ও অর্থগত পরিবর্তন	৯৬
গাভী কুরবানীর হুকুম ও হত্যাকারী চিহ্নিত করণ	৯৮
গাভী কুরবানীর ঘটনায় শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ	৯৯
চিরস্থায়ী গযবে পতিত হওয়া	১০০
মূসা ও খিযিরের কাহিনী	১০২
তাৎপর্য সমূহ	১০৫
শিক্ষণীয় বিষয়	১০৬
খিযির কে ছিলেন?	১০৭
সংশয় নিরসন	১০৮
মূসা ও ফেরাঊনের কাহিনীতে শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ	১১০
১৬. হযরত ইউনুস *(আলাইহিস সালাম)*	১১২
ইউনুস (আঃ)-এর কওম	১১২
মাছের পেটে ইউনুস	১১৩
ইউনুস কেন মাছের পেটে গেলেন?	১১৪
ইউনুস মুক্তি পেলেন	১১৫
শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ	১১৮
১৭. হযরত দাঊদ *(আলাইহিস সালাম)*	১১৯
জালূত ও তালূতের কাহিনী এবং দাঊদের বীরত্ব	১১৯
শিক্ষণীয় বিষয়	১২৪

Contents

দাঊদ (আঃ)-এর কাহিনী	১২৫
দাঊদ (আঃ)-এর বৈশিষ্ট্য সমূহ	১২৬
দাঊদ (আঃ)-এর জীবনের স্মরণীয় ঘটনাবলী	১৩০
সংশয় নিরসন	১৩৬
দাঊদ (আঃ)-এর জীবনীতে শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ	১৩৭
১৮. হযরত সুলায়মান *(আলাইহিস সালাম)*	১৩৮
বাল্যকালে সুলায়মান	১৩৮
সুলায়মানের বৈশিষ্ট্য সমূহ	১৩৯
দু'টি সূক্ষ্মতত্ত্ব	১৪১
সুলায়মানের জীবনে উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী	১৪৫
(১) ন্যায় বিচারের ঘটনা	১৪৫
(২) পিপীলিকার ঘটনা	১৪৫
(৩) 'হুদহুদ' পাখির ঘটনা	১৪৭
(৪) রাণী বিলক্বীসের ঘটনা	১৪৮
(৫) অশ্ব কুরবানীর ঘটনা	১৫৩
(৬) সিংহাসনের উপরে একটি নিষ্প্রাণ দেহ প্রাপ্তির ঘটনা	১৫৪
(৭) 'ইনশাআল্লাহ' না বলার ফল	১৫৫
(৮) হারূত ও মারূত ফেরেশতাদ্বয়ের ঘটনা	১৫৬
(৯) বায়তুল মুক্বাদ্দাস নির্মাণ ও সুলায়মান (আঃ)-এর মৃত্যুর বিস্ময়কর ঘটনা	১৫৯
মৃত্যু কাহিনীর মধ্যে শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ	১৬০
সংশয় নিরসন	১৬১
সুলায়মান (আঃ)-এর জীবনী থেকে শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ	১৬৪
সুলায়মানের মৃত্যু ও রাজত্বকাল	১৬৪
১৯. হযরত ইলিয়াস *(আলাইহিস সালাম)*	১৬৫
ইলিয়াসের জন্মস্থান	১৬৫
ফিলিস্তীনের ধর্মীয় ও সামাজিক অবস্থা	১৬৫
ইলিয়াসের দাওয়াত	১৬৬
দাওয়াতের ফলশ্রুতি	১৬৭
বাদশাহ্র দরবারে ইলিয়াসের উপস্থিতি	১৬৭
আল্লাহ ও বা'ল দেবতার নামে কুরবানীর ঘটনা	১৬৭
ইলিয়াস (আঃ)-কে পুনরায় হত্যার ষড়যন্ত্র	১৬৮

Contents

ইলিয়াস (আঃ) জীবিত আছেন কি? ১৬৮
বা'ল দেবতার পরিচয় ১৬৯
শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ ১৭০
২০. হযরত আল-ইয়াসা' *(আলাইহিস সালাম)* ১৭১
২১. হযরত যুল-কিফ্‌ল *(আলাইহিস সালাম)* ১৭২
যুল-কিফলের জীবনে পরীক্ষা ১৭৩
শিক্ষণীয় বিষয় ১৭৪
সংশয় নিরসন ১৭৫
২২-২৩. হযরত যাকারিয়া ও ইয়াহ্‌ইয়া *(আলাইহিমাস সালাম)* ১৭৮
সন্তান লাভের জন্য যাকারিয়ার দো'আ ১৭৯
ইয়াহইয়ার বৈশিষ্ট্য ১৮১
ইয়াহ্‌ইয়া ও যাকারিয়ার মৃত্যু ১৮৩
২৪. হযরত ঈসা *(আলাইহিস সালাম)* ১৮৫
ঈসার মা ও নানী ১৮৬
মারিয়ামের জন্ম ও লালন-পালন ১৮৬
ঈসার জন্ম ও লালন-পালন ১৮৮
মারিয়ামের সতীত্ব সম্পর্কে আল্লাহ্‌র সাক্ষ্য ১৯৪
মারিয়ামের বৈশিষ্ট্য সমূহ ১৯৪
শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ ১৯৪
ঈসা (আঃ)-এর বৈশিষ্ট্য সমূহ ১৯৬
ঈসা (আঃ)-এর কাহিনী ১৯৭
ঈসা (আঃ)-এর দাওয়াত ১৯৭
ঈসা (আঃ)-এর পেশকৃত পাঁচটি নিদর্শন ১৯৯
দাওয়াতের ফলশ্রুতি ২০০
ইহুদীদের উপর প্রেরিত গযব ও তার কারণ সমূহ ২০০
ঈসা (আঃ)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র ও তাঁর ঊর্ধ্বারোহন ২০২
আল্লাহ্‌র পাঁচটি অঙ্গীকার ২০২
'হাওয়ারী' কারা? ২০৪
আসমান থেকে খাঞ্চা ভর্তি খাদ্য অবতরণ ২০৬
ঈসা (আঃ)-এর অনুসারীদের কুফরী এবং ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র সঙ্গে ঈসা (আঃ)-এর কথোপকথন ২০৮
শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ ২০৯
প্রশ্নমালা ২১১

১৪-১৫. হযরত মূসা ও হারূণ *(আলাইহিমাস সালাম)*

আল্লাহ্র গযবে ধ্বংসপ্রাপ্ত পৃথিবীর আদি ৬টি জাতির মধ্যে কওমে নূহ, ‘আদ, ছামূদ, লূত্ব ও কওমে মাদইয়ানের বর্ণনার পর ষষ্ঠ গযবপ্রাপ্ত জাতি হিসাবে কওমে ফেরাঊন সম্পর্কে আল্লাহ পাক কুরআনের ২৭টি সূরায় ৭৫টি স্থানে বিভিন্ন প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন।[১] কুরআনে সর্বাধিক আলোচিত বিষয় হ’ল এটি। যাতে ফেরাঊনের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য ও তার যুলুমের নীতি-পদ্ধতি সমূহ পাঠকদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায় এবং এযুগের ফেরাঊনদের বিষয়ে উম্মতে মুহাম্মাদী হুঁশিয়ার হয়। ফেরাঊনের কাছে প্রেরিত নবী মূসা ও হারূণ (আঃ) সম্পর্কে কুরআনে সর্বাধিক আলোচনা স্থান পেয়েছে। কারণ মূসা (আঃ)-এর মু‘জেযা সমূহ অন্যান্য নবীদের তুলনায় যেমন বেশী ছিল, তাঁর সম্প্রদায় বনী ইস্রাঈলের মূর্খতা ও হঠকারিতার ঘটনাবলীও ছিল বিগত উম্মতগুলির তুলনায় অধিক এবং চমকপ্রদ। এতদ্ব্যতীত মূসা (আঃ)-কে বারবার পরীক্ষা নেবার মধ্যে এবং তাঁর কওমের দীর্ঘ কাহিনীর আলোচনা প্রসঙ্গে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় ও আদেশ-নিষেধের কথাও এসেছে। সর্বোপরি শাসক সম্রাট ফেরাঊন ও তার ক্বিবতী সম্প্রদায় কর্তৃক সংখ্যালঘু অভিবাসী বনু ইস্রাঈল সম্প্রদায়ের উপর যুলুম-অত্যাচারের বিবরণ ও তার প্রতিরোধে মূসা (আঃ)-এর প্রচেষ্টা এবং দীর্ঘ বিশ বছর ধরে যালেম সম্প্রদায়ের উপরে আপতিত বিভিন্ন গযবের বর্ণনা ও অবশেষে ফেরাঊনের সদলবলে সলিল সমাধির ঘটনা যেন জীবন্ত বাণীচিত্র হয়ে ফুটে উঠেছে বিভিন্ন সূরায় বর্ণিত কুরআনের অনুপম বাকভঙ্গীতে। মোটকথা কুরআন পাক মূসা (আঃ)-এর কাহিনীকে এত গুরুত্ব দিয়েছে যে, অধিকাংশ সূরায় এর কিছু না কিছু বর্ণিত হয়েছে। কারণ এই কাহিনীতে অগণিত শিক্ষা, আল্লাহ তা‘আলার অপার শক্তি ও অনুগ্রহের বিস্ময়কর রহস্য সমূহ সন্নিবেশিত হয়েছে। এগুলোতে কর্মোদ্দীপনা ও চারিত্রিক সংশোধনের নির্দেশিকা সমূহ প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান রয়েছে।

মূসা (আঃ) ও ফেরাঊনের ঘটনা কুরআনে বারবার উল্লেখ করার অন্যতম উদ্দেশ্য হ’ল, এলাহী কিতাবধারী ইহুদী-নাছারাদের পিছনের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া এবং শেষনবীর উপরে ঈমান আনার পক্ষে যৌক্তিকতা উপস্থাপন করা। উল্লেখ্য যে, পরবর্তী রাসূল দাঊদ, সুলায়মান ও ঈসা

---

১. *মুহাম্মাদ সালামাহ জাবর, তারীখুল আম্বিয়া (কুয়েত : মাকতাবা ছাহওয়াহ ১৪১৩/১৯৯৩), ১/১৩৬ পৃঃ।*

(আলাইহিমুস সালাম) সবাই ছিলেন বনু ইস্রাঈল-এর সম্প্রদায়ভুক্ত এবং তাদের প্রতি প্রেরিত নবী। মূসা *(আলাইহিস সালাম)* ছিলেন এঁদের সবার মূল ও অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব।

উল্লেখ্য যে, কওমে মূসা ও ফেরাঊন সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের মোট ৪৪টি সূরায় ৫৩২টি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।[২]

ফেরাঊনের পরিচয় :

'ফেরাঊন' কোন ব্যক্তির নাম নয়। বরং এটি হ'ল তৎকালীন মিসরের সম্রাটদের উপাধি। ক্বিবতী বংশীয় এই সম্রাটগণ কয়েক শতাব্দী ব্যাপী মিসর শাসন করেন। এই সময় মিসর সভ্যতা ও সমৃদ্ধির শীর্ষে পৌঁছে গিয়েছিল। লাশ মমিকরণ, পিরামিড (PYRAMID), স্ফিংক্স (SPHINX) প্রভৃতি তাদের সময়কার বৈজ্ঞানিক উন্নতির প্রমাণ বহন করে। হযরত মূসা (আঃ)-এর সময়ে পরপর দু'জন ফেরাঊন ছিলেন। সর্বসম্মত ইস্রাঈলী বর্ণনাও হ'ল এটাই এবং মূসা (আঃ) দু'জনেরই সাক্ষাৎ লাভ করেন। লুইস গোল্ডিং (LOUIS GOLDING)-এর তথ্যানুসন্ধানমূলক ভ্রমণবৃত্তান্ত IN THE STEPS OF MOSSES, THE LAW GIVER অনুযায়ী উক্ত 'উৎপীড়ক ফেরাঊন'-এর (PHARAOH, THE PERSECUTOR) নাম ছিল 'রেমেসিস-২' (RAMSES-11) এবং ডুবে মরা ফেরাঊন ছিল তার পুত্র মানেপতাহ (منفطه) বা মারনেপতাহ (MERNEPTAH)। লোহিত সাগর সংলগ্ন তিক্ত হ্রদে তিনি সসৈন্যে ডুবে মরেন। যার 'মমি' ১৯০৭ সালে আবিষ্কৃত হয়। সিনাই

---

২. *যথাক্রমে (১) বাক্বারাহ ২/৪৯-৭৪=২৬, ৮৭, ৯২-৯৮=৭, ১০৮, ১৩৬, ২৪৬-২৪৮; (২) আলে-ইমরান ৩/১১, ৮৪; (৩) নিসা ৪/৪৭, ১৫৩-১৫৫, ১৬৪; (৪) মায়েদাহ ৫/২০-২৬=৭; (৫) আন'আম ৬/৮৪, ৯১, ১৫৪; (৬) আ'রাফ ৭/১০৩-১৬২=৬০, ১৭১, ১৭৫-১৭৬; (৭) আনফাল ৮/৫২-৫৪=৩; (৮) ইউনুস ১০/৭৫-৯০=১৬; (৯) হূদ ১১/৯৬-১০১=৬, ১১০; (১০) ইবরাহীম ১৪/৫-৮=৪; (১১) ইসরা ১৭/২, ১০১-১০৪=৪; (১২) কাহফ ১৮/৬০-৮২=২৩; (১৩) মারিয়াম ১৯/৫১-৫৩=৩; (১৪) ত্বোয়াহা ২০/৯-৯৯=৯১; (১৫) আম্বিয়া ২১/৪৮-৫০=৩; (১৬) হজ্জ ২২/৪৪; (১৭) মুমিনূন ২৩/৪৫-৪৯=৫; (১৮) ফুরক্বান ২৫/৩৫-৩৬; (১৯) শো'আরা ২৬/১০-৬৮=৫৯; (২০) নমল ২৭/৭-১৪=৮; (২১) ক্বাছাছ ২৮/৩-৪৮=৪৬, ৭৬-৮৩=৮; (২২) আনক্বাবূত ২৯/৩৯-৪০; (২৩) সাজদাহ ৩২/২৩-২৪; (২৪) আহযাব ৩৩/৭, ৬৯; (২৫) ছাফফাত ৩৭/১১৪-১২২=৯; (২৬) ছোয়াদ ৩৮/১২; (২৭) গাফের/মুমিন ৪০/২৩-৫৪=৩২; (২৮) ফুছছিলাত/হা-মীম সাজদাহ ৪১/৪৫; (২৯) শূরা ৪২/১৩ (৩০) যুখরুফ ৪৩/৪৬-৫৬=১১; (৩১) দুখান ৪৪/১৭-৩১=১৫; (৩২) আহক্বাফ ৪৬/১২, ৩০; (৩৩) ক্বাফ ৫০/১৩; (৩৪) নজম ৫৩/৩৬; (৩৫) ছফ ৬১/৫ (৩৬) যারিয়াত ৫১/৩৮-৪০=৩; (৩৭) ক্বামার ৫৪/৪১-৪২; (৩৮) তাহরীম ৬৬/১১; (৩৯) হা-ক্কাহ ৬৯/৯; (৪০) মুযযাম্মিল ৭৩/১৫-১৬; (৪১) নাযি'আত ৭৯/১৫-২৬=১২; (৪২) বুরূজ ৮৫/১৮; (৪৩) আ'লা ৮৭/১৯ (৪৪) ফাজর ৮৯/১০। সর্বমোট = ৫৩২টি।*

উপদ্বীপের পশ্চিম তীরে ‘জাবালে ফেরাঊন’ নামে একটি ছোট পাহাড় আছে। এখানেই ফেরাঊনের লাশ প্রথম পাওয়া যায় বলে জনশ্রুতি আছে। গোল্ডিংয়ের ভ্রমণ পুস্তক এবং এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকার নিবন্ধে বলা হয়েছে যে, ‘থেব্‌স’ (THEBES) নামক স্থানের সমাধি মন্দিরে ১৮৯৬ সালে একটি স্তম্ভ আবিস্কৃত হয়, যাতে মারনেপতাহ-এর আমলের কীর্তি সমূহ লিপিবদ্ধ ছিল। অতঃপর ১৯০৬ সালে বৃটিশ নৃতত্ত্ববিদ স্যার ক্রাঁফো ইলিয়ট স্মিথ (SIR CRAFTON ELLIOT SMITH) মমিগুলো খুলে মমিকরণের কলাকৌশল অনুসন্ধান শুরু করেন। এভাবে তিনি ৪৪টি মমি পরীক্ষা করেন এবং অবশেষে ১৯০৭ সালে তিনি ফেরাঊন মারনেপতাহ-এর লাশ শনাক্ত করেন। ঐসময় তার লাশের উপরে লবণের একটি স্তর জমে ছিল। যা দেখে সবাই স্তম্ভিত হন। এ কারণে যে, অন্য কোন মমি দেহে অনুরূপ পাওয়া যায়নি।[৩] উক্ত লবণের স্তর যে সাগরের লবণাক্ত পানি তা বলাই বাহুল্য। এভাবে সূরা ইউনুস ৯২ আয়াতের বক্তব্য দুনিয়াবাসীর নিকটে সত্য প্রমাণিত হয়ে যায়। যেখানে আল্লাহ বলেছিলেন যে, ‘আজকে আমরা তোমার দেহকে (বিনষ্ট হওয়া থেকে) বাঁচিয়ে দিলাম। যাতে তুমি পরবর্তীদের জন্য দৃষ্টান্ত হ’তে পার’... *(ইউনুস ১০/৯২)*। বস্তুতঃ ফেরাঊনের লাশ আজও মিসরের পিরামিডে রক্ষিত আছে। যা দেখে লোকেরা উপদেশ হাছিল করতে পারে।

মূসা ও ফেরাঊন সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

نَتْلُوا عَلَيْكَ مِن نَّبَإِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ- إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلاَ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعاً يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ- (القصص ٣-٤)-

‘আমরা আপনার নিকটে মূসা ও ফেরাঊনের বৃত্তান্ত সমূহ থেকে সত্য সহকারে বর্ণনা করব বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য’। ‘নিশ্চয়ই ফেরাঊন তার দেশে উদ্ধত হয়েছিল এবং তার জনগণকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করেছিল। তাদের মধ্যকার একটি দলকে সে দুর্বল করে দিয়েছিল। সে তাদের পুত্র সন্তানদের হত্যা করত ও কন্যা সন্তানদের বাঁচিয়ে রাখত। বস্তুতঃ সে ছিল অনর্থ সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত’ *(ক্বাছাছ ২৮/৩-৪)*।

পবিত্র কুরআনে ফেরাঊনের আলোচনা যত এসেছে, পূর্ব যুগের অন্য কোন নরপতি সম্পর্কে এত বেশী আলোচনা আসেনি। এর মাধ্যমে ফেরাঊনী

---

৩. মাওলানা মওদূদী, রাসায়েল ও মাসায়েল (ঢাকা: ১৯৯৬) ৫/৯৯ পৃ:; তানত্বাভী জওহারী (মৃ: ১৯৪০খৃ:), আল-জাওয়াহের ফী তাফসীরিল কুরআনিল কারীম (বৈরুত: দারুল ফিকর, তাবি) তাফসীর সূরা ইউনুস ৯২ দ্র: ৬/৮৪ পৃ:।

প্রশ্ন (২২-২৩/৮) : যাকারিয়া ও ইয়াহইয়া সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি কি কি? (উত্তর পৃ: ১৮২-১৮৩ দ্র:)।

২৪. হযরত ঈসা (আঃ)

প্রশ্ন (২৪/১) : ঈসা (আঃ)-কে ছিলেন? (উত্তর পৃ: ১৮৫ দ্র:)।

প্রশ্ন (২৪/২) : কোন সময়কে 'রাসূল আগমনের বিরতিকাল' বলা হয়? (উত্তর পৃ: ১৮৫ দ্র:)।

প্রশ্ন (২৪/৩) : ঈসা (আঃ) সম্পর্কে কুরআনের কয়টি সূরায় কয়টি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে? (উত্তর পৃ: ১৮৫ দ্র:)।

প্রশ্ন (২৪/৪) : ঈসা (আঃ)-এর মা ও নানী কে ছিলেন? (উত্তর পৃ: ১৮৬ দ্র:)।

প্রশ্ন (২৪/৫) : মারিয়ামের মা কি মানত করেছিলেন এবং তিনি কিভাবে লালিত-পালিত হন? (উত্তর পৃ: ১৮৬-৮৭ দ্র:)।

প্রশ্ন (২৪/৬) : মারিয়ামকে লালন-পালনের জন্য সকলে প্রত্যাশী ছিল কেন এবং কে তাকে প্রতিপালন করেন? (উত্তর পৃ: ১৮৮ দ্র:)।

প্রশ্ন (২৪/৭) : ঈসা (আঃ)-এর জন্ম ও লালন-পালন কিভাবে হয়? এ বিষয়ে কুরআনী বর্ণনা কি? (উত্তর পৃ: ১৮৮-৯০ দ্র:)।

প্রশ্ন (২৪/৮) : 'ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের ন্যায়' -এ আয়াতের ব্যাখ্যা কি? (উত্তর পৃ: ১৯০ দ্র:)।

প্রশ্ন (২৪/৯) : ২৫ ডিসেম্বর ঈসা (আঃ)-এর জন্মদিবস পালন ভিত্তিহীন হওয়ার পিছনে দলীল কি? (উত্তর পৃ: ১৯১ দ্র:)।

প্রশ্ন (২৪/১০) : মারিয়ামকে খেজুর গাছের গোড়া ধরে নাড়া দেওয়ার নির্দেশ দানের পিছনে কিসের ইঙ্গিত রয়েছে? (উত্তর পৃ: ১৯১ দ্র:)।

প্রশ্ন (২৪/১১) : মারিয়ামের সতীত্ব সম্পর্কে আল্লাহ্র সাক্ষ্য কি? (উত্তর পৃ: ১৯৪ দ্র:)।

প্রশ্ন (২৪/১২) : মারিয়ামের বৈশিষ্ট্য সমূহ ছিল কি কি? (উত্তর পৃ: ১৯৪ দ্র:)।

প্রশ্ন (২৪/১৩) : মারিয়ামের জীবনী থেকে শিক্ষণীয় বিষয় কি কি? (উত্তর পৃ: ১৯৪-১৯৬ দ্র:)।

প্রশ্ন (২৪/১৪) : ঈসা (আঃ)-এর বৈশিষ্ট্য সমূহ ছিল কি কি? (উত্তর পৃ: ১৯৬-১৯৭ দ্র:)।

প্রশ্ন (২৪/১৫) : ঈসা (আঃ)-এর দাওয়াত কি ছিল? (উত্তর পৃ: ১৯৭-১৯৮ দ্র:)।

প্রশ্ন (২৪/১৬) : প্রধানতঃ কি কি কারণে কোন কোন বস্তু ইহুদীদের উপরে হারাম করা হয়, যা পূর্বে হালাল ছিল? (উত্তর পৃ: ১৯৮ দ্র:)।

প্রশ্ন (২৪/১৭) : ঈসা (আঃ)-এর পেশকৃত পাঁচটি নিদর্শন কি কি ছিল? (উত্তর পৃ: ১৯৯ দ্র:)।

প্রশ্ন (২৪/১৮) : ঈসা (আঃ)-এর দাওয়াতের ফলশ্রুতি কি ছিল? (উত্তর পৃ: ২০০ দ্র:)।

প্রশ্ন (২৪/১৯) : ইহুদীদের অভিশপ্ত হওয়ার কারণসমূহ ছিল কয়টি ও কি কি? (উত্তর পৃ: ২০১ দ্র:)।

প্রশ্ন (২৪/২০) : ঈসা (আঃ)-কে শত্রুরা হত্যা করতে পেরেছিল কি? (উত্তর পৃ: ২০২ দ্র:)।

প্রশ্ন (২৪/২১) : ঈসা (আঃ)-কে প্রদত্ত আল্লাহর পাঁচটি অঙ্গীকার কি কি? (উত্তর পৃ: ২০২ দ্র:)।

প্রশ্ন (২৪/২২) : 'আমি তোমাকে ওফাত দিব'-এর অর্থ কি? (উত্তর পৃ: ২০৩ দ্র:)।

প্রশ্ন (২৪/২৩) : ঈসা (আঃ)-এর অনুসারীদের ক্বিয়ামত অবধি বিজয়ী করে রাখার অর্থ কি এবং তারা কারা? (উত্তর পৃ: ২০৩-২০৪ দ্র:)।

প্রশ্ন (২৪/২৪) : 'হাওয়ারী' কারা এবং তাদের সংখ্যা কত? (উত্তর পৃ: ২০৪ দ্র:)।

প্রশ্ন (২৪/২৫) : হাওয়ারীদের নিকট অহী করা বলতে কি বুঝায়? (উত্তর পৃ: ২০৬ দ্র:)।

প্রশ্ন (২৪/২৬) : উর্ধ্বারোহণের পর ঈসায়ীগণ কয় দলে বিভক্ত হয়? (উত্তর পৃ: ২০৬ দ্র:)।

প্রশ্ন (২৪/২৭) : 'বিশ্বাসীদেরকে আল্লাহ সাহায্য করলেন' বলতে কাদের বুঝানো হয়েছে? (উত্তর পৃ: ২০৬ দ্র:)।

প্রশ্ন (২৪/২৮) : ঈসা (আঃ)-এর জীবনীতে কি কি শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে? (উত্তর পৃ: ২০৯-২১০ দ্র:)।